আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ উমার (হাফিঃ) এর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগত মাধূর্য্য

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি (রহঃ)

প্রথম অংশ- আরবদের প্রতি আমীরুল মু'মিনীন এর ভালবাসা ও দয়া

CIA এর এজেন্ট "আবু আল-মুতাবাসসুম" এর ঘটনা যে মুজাহিদ বেশে মুজাহিদদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে আফগানিস্তান এসেছিল।

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি (রহঃ),যিনি আল কায়িদার মতাদর্শী হয়ে আফগানিস্তান ও জাযিরাতুল আরবে যুদ্ধ করেন। এই মুজাহিদ আলেম মুজাহিদিনদের ইসলামিক শিক্ষা দিতে এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। মুজাহিদিন তথা উম্মাতে মুসলিমীন তার নিকট হতে অনেক উপকৃত হয়েছে। তিনি একিভূত মুজাহিদীনদের মানহাযের একেবারে প্রথম দিককার দা'য়ী।

২০০৭ সালে "শাবকাত আনা মুসলিম" ফোরামে শ্রদ্ধেয় এক ভাই আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (হাফিঃ) নিয়ে শাইখ আতিয়াতুল্লাহ (রহঃ) এর কাছে আপত্তি জানায়।ঐ ভাইয়ের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে শাইখ আতিয়াতুল্লা (রহঃ) আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (হাফিঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জবাব দেন।

নিচে শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি (রহঃ) এর ভাইটিকে লেখা জবাবের অনুবাদ তুলে ধরা হলঃ

আমাদের ভাই আপত্তি জানিয়েছেন যে আমরা লোকদের বোকা বানাবার জন্যই আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ উমর হাফিযাহুল্লাহ সম্পর্কে বলি।

না, হে আমার ভাইয়েরা! একথা বলার কোন ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে ভাইটির মুখের ভাষায় আমি সত্যিই বেদনাহত হয়েছি। প্রথমত আমি জীবিত ব্যক্তিকে নিয়ে বলতে পছন্দ করি না, তার নিরাপত্তা ও অন্যান্য ফিতনাহ্র কারণে। সাধারণত, আমরা শুধু মাত্র তাকে নিয়েই আলোচনা করি যে খাইরের (ভাল) এর উপর মৃত্যুবরণ করে।

আমরা তাকে নিয়ে আলোচনা করি, কবিতার মাধ্যমে তার প্রশংসা জানাই এবং তার ব্যক্তিত্ব, গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করি এবং তার জীবনী লিখি যেন পরবর্তি প্রজন্ম তার থেকে শিখতে পারে এবং তাকে তাদের দোয়ায় স্মরণ করতে পারে।

সচরাচর আমরা আমীরুল মু'মিনীন এর কুফর রাষ্ট্রের (USA) হাতে শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিঃ) কে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানানোর ঘটনাটিই শুনি। কিন্তু আসলে এমন অনেক ঘটনা/উদাহরণ আছে যা আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ উমর (হাফিঃ) এর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের নির্মলতা প্রকাশ করে।

কেস-১ (আরবদের সাথে আমীরুল মু'মিনীন এর ভালবাসা ও দয়া)

"আবু আল-মুতাবাসসুম এর ঘটনা", সংযুক্ত আরব আমিরাতের এক আরব। যে সিআইএ (আমেরিকান ইন্টেল.) এর হয়ে মুজাহিদিনদের গুপ্তচরবৃত্তি করতে আফগানিস্তান এসেছিল।

আরব মুজাহিদিনদের প্রতি আমীরুল মু'মিনীনের ভালবাসা ও সম্মানের কোন অন্ত ছিল না, তার রাষ্ট্র বা ইমারতকে তাদের জন্য বিসর্জন দেয়া এর একটি উদাহরণ, অন্যটি ছিল সেই ক্ষমা। জনগণের সাথে কোমল এবং তাদের সাথে ক্ষমাশীলতা ছিল তার পরিচিত গুণ।

যে কেউ ইসলামিক ইমারতের পবিত্র সময়ে বসবাস করলে তার "আবু আল-মুতাবাসসুম" কে চিনার কথা। যে একজন সিরিয়ান, আরব আমিরাত থেকে আগত, আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার (CIA) জন্য কাজ করছিল। তাকে মুজাহিদের বেশে মুজাহিদদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আরব মুজাহিদরা খুব দ্রুতই তার অভিসন্ধি বুঝতে পারেন এবং হাতে-নাতে তাকে ধরে ফেলেন, এবং সেও তার দোষ স্বীকার করে।

তারপর তার মা সুদূর আরব আমিরাত থেকে আফগানিস্তান চলে আসে, তালিবানের কাছে কান্নাকাটি ও ক্ষমা প্রার্থনা করছিল তার ছেলেকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য।

এই দিনগুলোতে আমি এক শাইখ সহ কান্দাহারের একটি মাদ্রাসা ভ্রমণে যাই। আমি ঐ মহিলাকে (গুপ্তচর আবু আল-মুতাবাসসুম এর মা) দেখলাম। যখন আমরা মাদ্রাসায় প্রবেশ করতে গেলাম ঐ বেচারি মহিলা আমাদের জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকে। সে যে কেউ মাদ্রাসায় প্রবেশ করতে গেলে তাকেই জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে তার ছেলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাদের নিকট একটি উত্তরই সেই মহিলা শুনতে পেত, "এই কেসটা এখন আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে পৌঁছে গেছে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ (সুবঃ) রায়ে খায়ের (ভাল) রাখবেন"।

আমি তখন আমার সাথীদের বলেছিলাম যে, আমি নিশ্চিত আমীরুল মু'মিনীন অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

ক্ষমা করা তাঁর স্বভাব, এবং এটা অসম্ভব যে তিনি এক আরবকে একটি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দিবেন...

এক-দু'দিন পরেই আমীরুল মু'মিনীন রায় দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এটা হল এই প্রিয়তম ও সম্মানিত ব্যক্তিটির একটি ঘটনা/উদাহরণ। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তার আজর (ভাল) এর জন্য দোয়া করি।

সমাপ্ত

উৎসঃ ফেব্রুয়ারী-২০১৫ "নাওয়া এ আফগান জিহাদ ম্যাগাজিন" (খোরাসানের মুজাহিদিনদের দ্বারা প্রকাশিত মাসিক উর্দু জিহাদি ম্যাগাজিন)

সূত্রঃ almuwahideenmedia